প্রসঙ্গ : স্বচ্ছ ভারত

'মাননীয় এক ঝাড়ুদারে'র প্রতি জনৈক 'অপরিচ্ছন্ন নাগরিকে'র খোলা চিঠি

মাননীয় ঝাড়ুদার সাহেব,

আপনার সাম্প্রতিক কার্যাবলির নিরিখে এ-সম্বোধন আপনার গভীর চিত্ততোষের কারণ হবে বলেই মনে করি। শ্রমের মর্যাদা রক্ষায় আপনি যেভাবে ঝাড়ু হাতে অবতীর্ণ হয়েছেন তা এক কথায় অনবদ্য। অভূতপূর্বও বটে। আপনার তাগড়াই শরীর, তেজি কণ্ঠস্বর এবং হাতের উদ্যত ঝাড়ু আমাকে যুগপৎ পুলকিত ও রোমাঞ্চিত করছে। আপনার 'জঞ্জাল হঠাও' অভিযান একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল বলে! একে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। আকাশ থেকে ইতিমধ্যেই নক্ষত্রেরা নেমে এসেছে। নক্ষত্রের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কেউ স্টেশন চত্বর ঝাঁটিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ মহানগরের রাজপথ। মন্ত্রীরা হানা দিচ্ছেন অফিস করিডোরে। ফাইলের বুকে থাপ্পর মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন পুরাকালের ধূলি। যেন একটা জেহাদ। একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যাঁরা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন, স্বচ্ছ স্বদেশের প্রতি তাঁদের আবেগ আমাকে বিবশ করে দিচ্ছে। আহা, স্বচ্ছ স্বদেশ! নোংরা স্বদেশ নয়। স্বচ্ছ স্বদেশ। আপনার সহযোদ্ধারা নিশ্চয়ই এই 'স্বদেশ' নামক বস্তুটিকে ভালবাসেন— যেমন আপনি ভালবাসেন আপনার দেশকে? নাহলে, কীভাবে সম্ভব হতো এ-জিনিস!!

এক অভূতপূর্ব মানসিক অবস্থার মধ্যে আমি আপনাকে চিঠি লিখছি। আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত যেমন, আমিও তেমনি। স্বাচ্ছন্দ্যের মূল্যবোধসমূহকে আমি আমার রক্তের মধ্যে ধারণ করি। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই আমি আপনাকে বলতে পারি, আপনি আমার মনের ঠিক তন্ত্রীটিতেই আঙুল রেখেছেন। আপনি আমার কাছ থেকে যে সুনাগরিকতা দাবি করেছেন, তা আমি আপনাকে দিতে বাধ্য। বিনিময়ে আপনি দেবেন সুশাসন—যার প্রস্তাবনাস্বরূপ আপনি দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যকার শব্দবন্ধগুলিকে জুড়ে দিয়েছেন। পরিচ্ছন্নতা, সুনাগরিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুনাগরিকতা ছাড়া সুশাসন পাওয়া যাবে না। সুশাসন সুখপ্রদায়ক। সুশাসন সমৃদ্ধির অনুকূল স্রোত। অতএব .....

জগতে সুখ-সমৃদ্ধি কে না চায়, ঝাড়ুদার সাহেব? আমিও চাই। আমি সুখের বড় কাঙাল। যা-কিছু আমার সুখের পথে অন্তরায়, তাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি—যেমন আমি ঘৃণা করি নোংরা রাস্তা, নোংরা স্টেশন-প্ল্যাটফরম, নোংরা দেওয়াল, নোংরা মেঝে, নোংরা বালিশ-তোষক, নোংরা অফিস-দফতর, পরনের নোংরা জামা-কাপড় ইত্যাদি। এসবই আমার সুখের পরিপন্থী। আমার পরিচ্ছন্ন আত্মা এর থেকে মুক্তি চায়। আপনি আমায় মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন, ঝাড়ুদার সাহেব।

অথচ মনের কোথায় যে সংশয়ের কাঁটা! এ এক অদ্ভুত সমস্যা। পণ্ডিত টয়েনবি যাকে বলেছেন 'কনজেনিটাল আনহ্যাপিনেস', অনেকটা সেই রকমেরই একটা অতৃপ্তি আমার ভেতরে কাজ করে। রবি ঠাকুরের ভাষায়– 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'– আমার অবস্থা কতকটা তার মতই। আমি কেন আপনার মতো অবিমিশ্রভাবে কঠোর হতে পারি না, ঝাড়ুদার সাহেব? এ আমার কী অদ্ভুত চিত্ত সংকট! আপনি আমায় আলো দিন।

আমার থেকে থেকেই সেই গানটা মনে পড়ে। ওই যে গানটা—'আমি সুখেরো লাগিয়া যে

ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' আমারও কি সেই দশা হবে, ঝাড়ুদার সাহেব? ছা-পোষা মিডল ক্লাস আমি। মনটা সেরকম কড়া ধাতের নয়। দুর্ভাবনা-আশঙ্কায় সদাসর্বদাই কন্টকিত হয়ে থাকি। কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ধরে রাখতে পারি না। আত্ম-পরিচয়ের সংকট আমার যে কী গভীর! এদিকে সংসার চলে না। মানে ঠিক যেমনটি চাই তেমনটি চলে না। সেই যে পুজোর সময় ফ্যামিলি ট্যুর করে ফিরেছি, তারপর থেকে এ মাসে আর কচি পাঁঠার ঝোল খাওয়াই হয় নি। আহা রে, কচি পাঁঠা! আমার শরীর ম্যাজম্যাজ করে, ঝাড়ুদার সাহেব। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। সমস্ত উদ্যম হারিয়ে আমি এক সময় ঝিমুতে শুরু করি। আমার তন্দ্রার মাঝে কারা যেন এসে ক্রমাগত ধমকায়—উত্তিষ্ঠিত—জাগ্রত— এই নে হাতে ঝাড়ু—সামনে এগিয়ে যা—এই পথ বড় দুর্গম কিন্তু এটাই পথ—জগতে ছোট কাজ, বড়ো কাজ আবার কি রে— গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়া—এক্ষুনি সব ঝেঁটিয়ে নিকেশ কর—যা তোর সুখের পথের কাঁটা—যা তোর সার্বিক শান্তির দুষমন। আমার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। সেই অন্তরাত্মা, যাকে আমি অসংখ্য রোলার চালিয়েও আজ পর্যন্ত হত্যা করতে পারি নি। সেই অন্তরাত্মা, যা জগতের যাবতীয় 'জঞ্জালে'র মতোই সীমাহীন বিড়ম্বনা। সীমাহীন অস্বস্তি।

যাদের অন্তরাত্মা মরে গেছে তারাও কি সামিল আপনার এই 'স্বচ্ছ স্বদেশ' অভিযানে? যারা কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, তারাও কি পুরোহিত এই 'স্বচ্ছ স্বদেশ' যজ্ঞের? আমি অনিল আম্বানির মতো রত্নদের কথা বলছি। বলছি সেই সব ধনকুবেরদের কথাও যাদের হাত এ-দেশের সমস্ত সৌন্দর্য-সুষমা নিঃশেষে মুছে দিচ্ছে। আপনার 'স্বচ্ছ স্বদেশ' থেকে কি কর্মহীন উন্মাদ, রাস্তার ভিখিরি এবং দেশের সংখ্যা অগণন বস্তিবাসীদের নির্বাসিত করা হবে?— নির্বাসিত করা হবে শুধু এই কারণে যে, আমাদের বহু প্রণম্য ক্ষমতা আর বৈভবের পাশে ওঁইসব ভাঙাচোরা বাতিল গোছের মানুষগুলি অত্যন্ত বেমানান, কিংবা আমাদের মসৃণ পরিচ্ছন্নতাবোধে ওইসব মূর্তিমান কদর্যতাগুলি কেবলই আঘাত করে চলেছে? আমাকে মাফ করবেন, ঝাড়ুদার সাহেব। আমার মনে তর্ক জন্ম নিচ্ছে।

আমি কিন্তু বার বার বোঝাই নিজেকে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। নিন্দুকেরা কত কথা বলে। আমি বিশ্বাস করি না তাদের। কিন্তু মাঝে-মাঝে একেকটা কথা পাহাড়ের মত ভারী মনে হয়।

আপনি কি বিখ্যাত সাংবাদিক পি সাইনাথকে চেনেন? সম্প্রতি সাইনাথজী তাঁর একটি লেখায় ভয়ংকর কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এদেশে সরকারি বদান্যতায় বৃহৎ শিল্পপতিরা গড়ে প্রতি ঘন্টায় ৭ কোটি টাকা, প্রতিদিন ১৬৮ কোটি টাকা শুধু কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্সে, তাদের আয়করে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। তাদের কর মকুব করে দেওয়া হচ্ছে। আর এর সাথে কাস্টমস আর এক্সাইজ ডিউটিতে মাফের পরিমাণ ধরলে অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪, এই নয় বছরে ৩৬.৫০ লক্ষ কোটি টাকা! এই টাকায় দেশের জন্য কী নাই-বা করা যেত, ঝাড়ুদার সাহেব! প্রসঙ্গটির উল্লেখ করলাম শুধু এই কারণে যে, এই ধরনেরই বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আপনার 'স্বচ্ছ স্বদেশ' অভিযানের খসড়ায় নেই। যেমন উল্লেখ নেই, গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিনিয়োগের মৃগয়াক্ষেত্র, উন্নয়নের মডেল গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই পাঁচ থেকে ছয়বার ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেছে। আসলে আমি বলতে চাইছি, এইসব আপাত দূরস্থিত বাস্তবতাগুলিকে সংযোজিত করলে একটা প্রেক্ষাপট পাওয়া যাবে, যেখানে দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে যারা হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়েছেন, তাদের দেশের প্রতি আন্তরিকতার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে সুস্পষ্টভাবে। বিষয়টি আপনিও জানেন।

আপনি আরও অনেক কিছুই জানেন, ঝাড়ুদার সাহেব। যেমন আপনি জানেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কদর্যতা কী? এদেশের সবচেয়ে বড় কদর্যতা দেশের আর্থসামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, যেখানে মুষ্টিমেয়ের সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনঅংশকে অশিক্ষা, দারিদ্র, অপুষ্টি আর কর্মহীনতার অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে; যেখানে মানুষের অন্ধ সংস্কার যুক্তি, ন্যায় ও মানবিকতার পরিবর্তে পুঁজির দাসত্ব করে; যেখানে মানুষের ভাত-কাপড় থেকে শুরু করে পেট্রোল-ডিজেল—দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত উপকরণ তুলে দেওয়া হয়েছে 'বাজার' নামক এক অশরীরী দানবের হাতে; যেখানে মানুষের মান-সম্ভ্রম-ইজ্জত, কোনকিছুরই মূল্য নেই; যেখানে দুর্বল-লাঞ্ছিত মানুষের পক্ষ নিয়ে দুটো কথা বললে রাষ্ট্রের উর্দিধারী পাহারাদাররা গলা চেপে ধরে, আর দেশের আইন-কানুন বিচারব্যবস্থা সংবিধান—সমস্তই এক আশ্চর্য বিধির বিধানে শেষ পর্যন্ত নিপীড়িত জনসাধারণের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। ঝাড়ুদার সাহেব, আপনার হাতের উদ্যত ঝাড়ু কি শেষ পর্যন্ত এই কদর্যতার বিরুদ্ধে চালিত হবে? আপনি আপাতত ছোট ছোট কাজের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বুঝে নিতে চাইছি আপনার এইসব 'ছোট ছোট কাজ'-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও অভিমুখ।

দেশকে কারা সবচেয়ে বেশি নোংরা করে, ঝাড়ুদার সাহেব? তারাই নয় কি, যারা দুর্বৃত্তের মতো অবাধে দেশের জল-জমি-জঙ্গল লুঠ করে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে, যারা রাষ্ট্রীয় সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে, আর দেশের মানুষকে উপহার দেয় মারণ ব্যাধি, বিপর্যস্ত পরিবেশ-প্রকৃতি, ক্ষুধা, উচ্ছেদ আর বঞ্চনা? যারা ধর্মের নামে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায়, দেশের মানুষের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে নির্বিচারে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে, যারা সমস্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে বিযুক্ত করে পশুর মত আচরণ করতে শেখায় মানুষকে; যারা অন্ধত্বের কারবারি, ভোগ-লালসা-মত্ততার নির্লজ্জ প্রচারক, দেশকে তো সবচেয়ে বেশি নোংরা করে তারাই। আপনার 'স্বচ্ছ স্বদেশ' থেকে কি এইসব নোংরা উৎপাদক দূষিত 'পদার্থ'গুলিকেও ঝেঁটিয়ে নিকেশ করা হবে?

ঝাড়ুদার সাহেব, আসলে আপনি জানেনও না কী বিরাট তাৎপর্যমণ্ডিত এবং ব্যাপ্তিময় একটি বিষয়ের অবতারণা আপনি করে ফেলেছেন। আপনি আগুন উস্‌কে দিয়েছেন। 'দেশ' মানে যেমন শুধু দেশের ঝাঁ-চকচকে রাস্তা, ফ্লাইওভার, হাইরাইজ বিল্ডিং, শপিং মল, বিমান বন্দর কিংবা স্টেশন-প্ল্যাটফরম নয়—'দেশ' মানে মুখ্যত দেশের মানুষ, ঠিক তেমনি 'স্বচ্ছতা', 'পরিচ্ছন্নতা' ইত্যাদি শব্দগুলির দ্যোতনাও আপনার বেঁধে দেওয়া কোনও একটি নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর সাথে মানুষের 'আত্মা'র প্রশ্ন জড়িত। 'আত্মা' মানে চেতনা। 'আত্মা' মানে বোধ। আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা জরুরী, ঝাড়ুদার সাহেব। আত্মা মরে গেলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ মরে গেলে .....

আমি জানি, মানুষের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। বড়লোক মানুষ আছে, গরীব মানুষ আছে। আপনি কোন্ মানুষের কথা ভাবেন, ঝাড়ুদার সাহেব?

আপনার 'স্বচ্ছ স্বদেশ' কি মুষ্টিমেয় বড়লোকের 'স্বচ্ছ স্বদেশ'?

যদি তাই হয়, তাহলে সমূহ বিপদ। কারণ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আপনার ওই 'ক্ষুদ্র স্বচ্ছ স্বদেশে'র দিকে একটি 'অপরিচ্ছন্ন, নোংরা, বৃহৎ স্বদেশ' চাপা ক্রোধ নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

আপনার পরিচ্ছন্নতার অভিযানে আমার সায় নেই। আমাকে মাফ করবেন। আপনার শুভ কামনায়—

জনৈক অপরিচ্ছন্ন নাগরিক। ■